দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ...22 APR 1992
পৃষ্ঠা ... ৭

এসএসসি পরীক্ষা

আজ (বুধবার) হইতে দেশের চারিটি শিক্ষা বোর্ডে শুরু হইতেছে এসএসসি পরীক্ষা। এবার পরীক্ষায় মোট ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯ শত ৯৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করিতেছে। দুঃখের বিষয়, বেশ কয়েক বৎসর যাবৎই আমাদের দেশে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে চলিতেছে চরম অরাজকতা। গণটোকাটুকির ফলে পরীক্ষাটাই পরিণত হইয়াছে স্রেফ প্রহসনে। গত বৎসর প্রথম দিনেই বহিষ্কৃত হয় ২২৭১ জন পরীক্ষার্থী। আশ্চর্যের বিষয়, নকল সরবরাহের অভিযোগে শিক্ষক-পরিদর্শকরা পর্যন্ত বহিষ্কৃত হইয়াছেন। ইহার উপর আছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কাহিনী। স্মরণযোগ্য যে, গত বছর কুমিল্লা বোর্ডের ইংরেজী ও গণিতের পরীক্ষা বাতিল হইয়াছিল প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে। এখন অবশ্য অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন যে, এই সব অপকর্মের পরিণামে আমাদের গোটা পরীক্ষা প্রক্রিয়াই যে শুধু অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাই নয়, বরঞ্চ শিক্ষারও হইতেছে সর্বনাশ। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে, এখন পরীক্ষার ফলাফলকে আমলে না আনিয়া ভাল কলেজে প্রবেশের জন্য ভর্তি পরীক্ষার রেওয়াজ চালু হইয়াছে। উল্লেখ্য, কয়েক বৎসর পূর্বে একটি বোর্ডের স্ট্যাণ্ড করা ছাত্র পর্যন্ত ফেল করিয়াছিল ভর্তি পরীক্ষায়।

অবশ্য সরকারের পক্ষ হইতেও গৃহীত হইয়াছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। পরীক্ষা কেন্দ্রে জারি করা হইয়াছে ১৪৪ ধারা, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে গঠিত হইয়াছে শক্তিশালী ভিজিলেন্স টিম, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে দেওয়া হইয়াছে কড়া নির্দেশ, পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগতদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধানও রাখা হইয়াছে। অবশ্য এই ধরনের ব্যবস্থাদির অনেকগুলি অতীতেও বহাল ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরীক্ষায় চালু হইয়াছিল অরাজকতা এবং অনেক ক্ষেত্রেই নির্লজ্জভাবে। স্মরণযোগ্য যে, অবাধ নকলের দাবীতে কোথাও কোথাও মিছিল হইয়াছিল, কেন্দ্র বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়াছিল। গতকালও এইচ, এস, সি, পরীক্ষা পিছাইবার দাবীতে খোদ রাজধানীতেই ভাংচুর, হাঙ্গামা ও বোমাবাজি হইয়া গেল। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এসবই সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তরায়। তবে সমগ্র চিত্রটাই নেতিবাচক নয়। নকল ধরিতে যাইয়া ইনভিজিলেটর প্রহৃত হইয়াছেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হইয়াছেন,—এই ধরনের ঘটনাও প্রকাশিত হইয়াছে পত্র-পত্রিকায়। এবারের এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়াও ইতিবাচক ভূমিকা মুখ্য হইয়া উঠিবে বলিয়া সকলের প্রত্যাশা।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হইতেছে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে ইহা এক অভিনব সংযোজন। নকল ও মুখস্থ প্রবণতা হ্রাস করাই এই নূতন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতির সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা এবারের এসএসসি পরীক্ষার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রচণ্ড খরার তাপদাহের মধ্যে এবারের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হইতেছে। এই প্রেক্ষাপটে রাজধানীতে কিংবা দেশের অন্য কোথাও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা যাহাতে ব্যাহত না হয়, লোডশেডিং-এর গজব যেন পরীক্ষার্থীদের উপর নাজেল না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি। দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটও এখন বেশ উত্তপ্ত এতদসত্ত্বেও পরীক্ষার সময় আকস্মিক হরতাল বা ধর্মঘট, মিছিল ইত্যাদি রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ফাঁদে পড়িয়া পরীক্ষার্থীরা যাহাতে অসুবিধায় না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমরা পজিশন-অপজিশন-নির্বিশেষে ছোটবড় সকল দল-উপদলের প্রতি সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি।